গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও ওজোপাডিকো'র মধ্যে দীর্ঘ দিনের লীজমানি ও বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার স্থান	:	Zoom Apps
তারিখ ও সময়	:	২৪ জুন ২০২১, সময় ১২.৩০ ঘটিকা

সভাপতি জুম অ্যাপসে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উপসচিব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন যে, গত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয় পাওনা পরিশোধ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিকট ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া পাওনার বিষয়ে একটি সমাধানে পৌছানোর লক্ষ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আজকের এ সভা আহবান করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি ওজোপাডিকো'র নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু হাসান (প্রকৌশল), বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। জনাব আবু হাসান বলেন খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ১৯৩৪ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে দি খুলনা ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ এর দরখাস্ত মোতাবেক জমি লীজ দেয়ার বিষয়ে বিশেষ সভায় আলোচনা করিয়া উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করেন ও তদনুসারে একটি লীজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত জমির জন্য The khulna Electrict Supply Corporation Limited খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিকে বাৎসরিক প্রতি চৈত্র মাসের মধ্যে ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে খাজনা দিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত প্রকারে ২০ (কুড়ি) বৎসর দখল করিবার পর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ The Khulna Electrict Supply Corporation এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে পরিমান সেলামী ধার্য্য করিবেন তাহা The Khulna Electrict Supply Corporation দিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু উক্ত সেলামী কোন কারণেই প্রতি কাঠায় ৩৩৫ (তিন শত পয়ত্রিশ)

টাকার অতিরিক্ত হইতে পারিবেনা। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কাছে ওজোপাডিকোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ মার্চ/২০২১ পর্যন্ত প্রায় ২২,৭৫,১৯,০০০/-টাকা পাওনা আছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মনোয়ার হোসেন বলেন খুলনার পাওয়ার হাউজ মোড়স্থ বিদ্যুৎ অফিস কম্পাউন্ডের ৪৭ শতক জমি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নামে রেকর্ডভুক্ত । তৎকালীন খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৩৫ সনে উক্ত জমি ১৯২৫/৩৫ নং লীজ দলিলমূলে khulna Electrict Supply Corporation Limited কে শর্ত সাপেক্ষে লীজ প্রদান করে। উক্ত জমি প্রথমে khulna Electrict Supply Corporation Limited, পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বর্তমানে ওজোপাডিকো ভোগদখলে আছে। লীজ দলিলের শর্তমোতাবেক ১৯৩৫ -১৯৫৪ সন পর্যন্ত ২০ বছরের জন্য ১ বিঘা ১০ কাঠা জমি বার্ষিক ৫০/- টাকা হারে, ১৯৫৫ -১৯৭১ পর্যন্ত প্রতি কাঠা বার্ষিক ৩৩৫/- টাকা হারে এবং ১৯৭২ সন হতে প্রতি শতক বার্ষিক ১০৫৮.৮৮/ টাকা হারে প্রতি ১ বছর পর পর ১৫% বৃদ্ধিতে পরবর্তী বছরের ভাড়া ধার্যে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট লীজ মানি প্রাপ্য ২২.২১ কোটি টাকা এবং বকেয়ার উপর ১৫% হারে সরল সুদ বাবদ ২৩.১২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ২৫.৫৫ কোটি টাকা পাওয়া আছে ।

এ পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, চুক্তি মোতাবেক খুলনা সিটি কর্পোরেশন ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং ১৯৫৫ সাল থেকে জুন/২০১৯ সাল পর্যন্ত ৬,২০,১৫২/- টাকা সর্বমোট=৬,২১,১৫২/- টাকা দাবী করতে পারেন। কিন্তু খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দাবিকৃত অর্থ দলিলের শর্ত অনুয়ায়ী দলিলে উল্লেখিত চুক্তির অধিক মুল্য। দলিলে সুদ প্রদানের কথা উল্লেখ নাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিটি কর্পোরেশন যদি বর্ণিত জমি ওজোপাডিকোকে না দেয় তবে খুলনার মত এত বড় শহরে বিদ্যুৎ বিতরণে জনগণের অসুবিধা হবে। সিটি কর্পোরেশন যদি বর্ণিত জমির মূল্যে কিছুটা ছাড় দিয়ে স্থায়ীভাবে জমি ওজোপাডিকোকে দেয় তাহা হইলে ওজোপাডিকো খুলনা শহরে বিদ্যুৎ বিতরণে অনেক সুবিধা হবে।

প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান যে, লীজ চুক্তির শর্তানুযায়ী এবং বাজার দর অনুযায়ী প্রচলিত বিধি মোতাবেক লীজ মানির পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি বলেন উভয় প্রতিষ্ঠানেরই রাজস্ব আদায় গুরুত্বপূর্ণ । পরস্পরের দাবিকৃত অর্থ দীর্ঘ দিন বকেয়া থাকার কারণে উভয় প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে । সুতরাং উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হয় সে ভাবে চিন্তা করতে হবে। উভয় পক্ষকেই যৌক্তিক পরিমানে ছাড় দিতে হবে, না হলে সমাধান আসবে না। নগরবাসীর জন্য বিদ্যুৎ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য তার

অর্থের প্রয়োজন। খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও ওজোপাডিকো নিজেরা বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনান্তে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও ওজোপাডিকো এর মধ্যে দীর্ঘ দিনের লীজমানি ও বিদ্যুৎ বিল বকেয়া সমস্যা নিম্নরুপ কমিটি কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

(ক) মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ---- আহবায়ক

(খ) জেলা প্রশাসক, খুলনা ------ সদস্য

(গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো ------- সদস্য সচিব

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

স্বাক্ষরিত/
২৯/০৬/২০২১
(মরণ কুমার চক্রবর্তী)
অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৬০.২০১৭-৪৬৭

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
তারিখ: ৩০ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো, খুলনা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা,খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল),ওজোপাডিকো, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
৬। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৭। মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর একান্ত সচিব ।
৮। অতিরিক্তসচিব (নগরউন্নয়ন) মহোদয়েরব্যক্তিগতকর্মকর্তা, স্থানীয়সরকারবিভাগ।

৩০/৬/২১
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার